لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায়—১৬শ বর্ষ ৩০শে অক্টোবর, ১৯৬২ সন ১২শ সংখ্যা

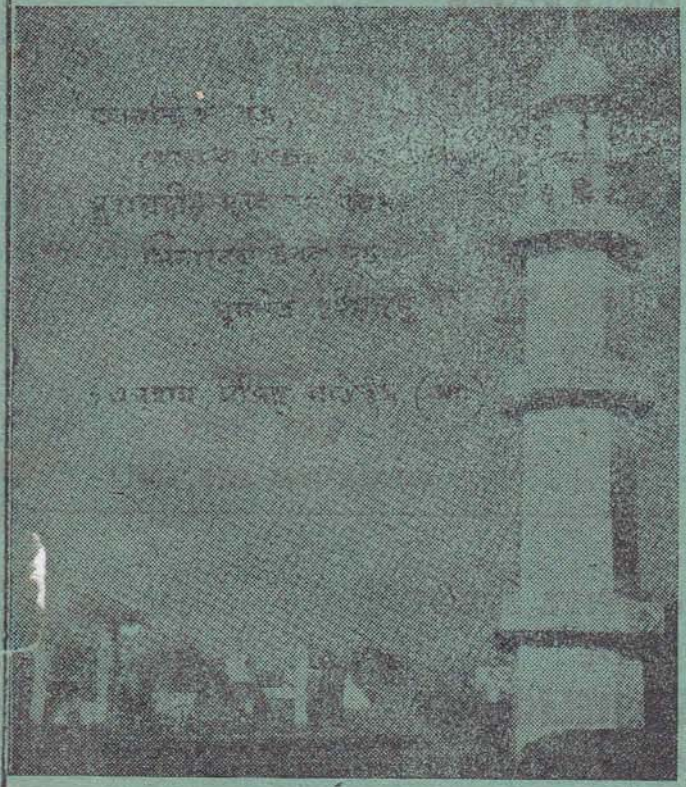

মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
( কাদিয়ান )

## 'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্‌তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—

আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি ( আইঃ )

সম্পাদক ঃ—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

# বিষয় সূচী


| বিষয় | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। | কোরআন করীম অনুবাদ | .. | ১ |
| ২। | হাদিস | .. .. | ৪ |
| ৩। | আইয়্যামুস্ সোল্হ | .. .. | ৫ |
| ৪। | সত্য 'মামুর' বা প্রতাদিষ্ট ধর্ম-সংস্কারকের পরিচয়-চিহ্ন | | ৯ |
| ৫। | জনাব চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খাঁ সাহেবের একটি পত্র। | | ..১৯ |
| ৬। | খোদার কুদরতের সদ্য নিদর্শন | .. | ২৫ |
| ৭। | কতিপয় সময়োপযোগী দোয়া | .. | ২৭ |



বাহির হইতেছে

# হায়াতে তাইয়েবা

বা

হযরত মসিহ্ মাঔউদ্ আলাইহেস সালামের বিরাট জীবন চরিত। ডিমাই ১/৮ পৃষ্ঠায় শীঘ্রই বাহির হইবে। মূল্য ৮৲ টাকা। অতি সত্বর অর্ডার দিন।

সম্পাদক

পুস্তক বিভাগ

৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

For

COMPARATIVE STUDY

Of

**WORLD RELIGIONS**

*Best Monthly*

# THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH ( West Pakistan )

بسم الله الرحمن الرحيم - نحمده ونصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

# আহমদী

নব পর্যায় ঃ ১৬শ বর্ষ ঃঃ ৩০ই অক্টোবর ঃ ১৯৬২ সন ঃঃ ১২শ সংখ্যা

## কোরআন করীম অনুবাদ

—মৌলবী মুমতায আহ্মদ সাহেব মরহুম ( রাযিঃ )

### সূরাহ্ বকরাহ্

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

নবম রুকু ; এগার আয়াত ; ৭৩—৮৩

৭৩। এবং ( সেই কথা স্মরণ কর ) যখন তোমরা এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিলে। অতঃপর, তোমরা ( সেই চেষ্টার ব্যাপারে এক জন অন্য জনকে দোষী করিতে গিয়া ) মতভেদ করিয়াছিলে। অথচ তোমরা যাহা গোপন করিতে চাহিয়াছিলে, আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিতে ইচ্ছুক।

৭৪। এই জন্য আমরা (মুসলমানদিগকে) বলিলাম, ( বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে যে

নেতৃত্ব করিতেছে) "তাহার (অপরাধের) আংশিক কারণে তাহাকে হত্যা কর।" এই ভাবেই আল্লাহ্ মৃতগণকে জীবিত করেন এবং তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন, যেন তোমরা জ্ঞান লাভ করিতে পার।

৭৫। অতঃপর, তোমাদের হৃদয় পাথরের ন্যায় কঠিন হইয়া গেল, বরং তাহার চেয়েও অধিকতর কঠিন হইল; এবং নিশ্চয় কোন কোন পাথর এমনও আছে, যাহা হইতে নদী নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক পাথর এমনও আছে, যাহা ফাটিয়া গিয়া জল প্রবাহিত হয় এবং কোন কোন পাথর আল্লার ভয়ে স্থান-চ্যুত হইয়া যায় এবং তোমরা যাহা করিতেছ, তাহাতে আল্লাহ্ কখনও উদাসীন নহেন।

৭৬। (হে মুমিনগণ!) তোমরা কি আশা কর যে, তাহারা তোমাদের কথা মানিয়া নিবে? অথচ তাহাদের এক দল লোক আল্লার কালাম শ্রবণ করে, অতঃপর উহা বুঝিয়া লওয়ার পর উহার মর্মকে বিকৃত করিয়া দেয় এবং (উহার কুফল সম্বন্ধে) তাহারা অবগত আছে।

৭৭। যখন তাহারা মুসলমানদের সহিত মিলিত হয়, তখন বলে: "আমরাও মুসলমান" এবং যখন তাহারা একে অন্যের সহিত নিভৃতে মিলিত হয়, তখন (একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করিয়া) বলিতে থাকে: "তোমরা কি তাহাদিগকে সেই সমস্ত কথা বলিয়া দাও, যাহা আল্লাহ্ তোমাদের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়াছেন? (তাহা হইলে ত) তাহারা তোমাদের প্রভুর নিকট তোমাদের সহিত এই বিষয় নিয়া বিতর্ক করিবে। তোমাদের কি বুদ্ধি নাই?"

৭৮। তাহারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য বিষয় সমূহ অবগত আছেন।

৭৯। এবং তাহাদের অনেকেই অশিক্ষিত, কতিপয় কাল্পনিক ধারণা ব্যতীত (তওরাৎ) কিতাবের তাহাদের কোন জ্ঞান নাই এবং তাহারা শুধু অনুমান পোষণ করিয়া থাকে।

৮০। তাহাদের জন্য শাস্তি নির্ধারিত, যাহারা স্বহস্তে কিতাব লিখিয়া থাকে এবং সামান্য বিনিময় লাভের উদ্দেশ্যে বলে: "উহা আল্লার নিকট হইতে সমাগত।" সুতরাং তাহাদের হাত যাহা লিখিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের শাস্তি নিশ্চিত এবং তাহারা যাহা উপার্জন করে, তন্নিমিত্ত তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য।

৮১। এবং তাহারা বলে, "কয়েকটা গণিত দিন ব্যতীত দোযখের অগ্নি আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করিবে না।" (হে মুহাম্মদ') তুমি বল, "তোমার কি আল্লার নিকট হইতে কোন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে? তবে ত আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করিবেন না।

অথবা তোমরা আল্লার প্রতি এমন কথা আরোপ করিতেছ, যাহার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই!"

৮২। হাঁ, যাহারা কোন প্রাকার পাপ অর্জন করিবে এবং তাহাদের পাপ তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে, তাহারা দুযখের অধিবাসী। সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল থাকিবে।

৮৩। এবং যাহারা (সমাগত নবীর উপর) ঈমান আনিয়াছে এবং অবস্থাও সময়োপযোগী সৎ-কর্ম সমূহ সম্পন্ন করিয়াছে, তাহারা বেহেশতের অধিবাসী। তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

(দশম রুকু; চারি আয়াত; ৮৪—৮৭

৮৪। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন আমরা ইস্রাঈলের বংশধরগণ হইতে কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলাম: "তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও এবাদত করিও না; এবং পিতামাতা, স্বজনগণ, এতীমগণ ও দরিদ্রগণের হিত সাধন করিও, মানব জাতির উপকার জনক উত্তম কথা বলও, নামাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখিও, যকাত প্রদান করিও।" অতঃপর, অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা এই প্রতিজ্ঞা পালনে বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিলে এবং (এখনও) তোমরা উহার প্রতি পরাঙ্মুখ।

৮৫। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, 'তোমরা একে অন্যের রক্তপাত করিও না এবং স্বজাতিকে স্বীয় আবাস ভূমি হইতে বহিষ্কৃত করিও না,' তখন তোমরা ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলে এবং তোমরাই ইহার সাক্ষী।

৮৬। তৎপর, সেই তোমরাই আবার স্বজন গণকে হত্যা করিতেছ, এবং তোমাদের এক দল অপর দলকে তাহাদের ঘর বাড়ী হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতেছ, পাপ ও অত্যাচারের কাজে একে অপরকে সাহায্য করিতেছ এবং যখন তাহারা তোমাদের বন্দীরূপে আগমন করে, তখন তোমারই আবার তাহাদের মুক্তিপণ দান করিয়া থাক; অথচ তাহাদিগকে বাহিষ্কৃত করাই তোমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কতকাংশের প্রতি ঈমান আনিয়া থাক এবং কতকাংশকে প্রত্যাখ্যান কর? অতএব, তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা এবম্বিধ আচরণ করে, তাহাদের এই পার্থিব জীবনে অপমান ব্যতীত অন্য কোন প্রতিফল নাই। অধিকন্তু কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে কঠোরতম শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে। এবং আল্লাহ্ কখনও তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে উদাসীন নহেন।

৮৭। উহারাই ত তাহারা যাহারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করিয়াছে। অতএব, তাহাদের শাস্তিকে লঘু করা হইবে না এবং তাহারা সাহায্যও প্রাপ্ত হইবে না।

# হাদিস

মুকাররাম মৌলবী মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ সাহেব
( মুরব্বী, সেল্‌সেলা আহ্‌মদীয়া )

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

و عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم يوشك الفرات ان يحضر عن كنز من ذهب فمن حضر فلا ياخذ منه شيء - ( بخاری مسلم )

হযরত আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত ঃ

রসুলাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লাম বলিয়াছেন, "অচিরে ইউফ্রেটিস নদী স্বর্ণের আকর প্রকাশ করিবে, যে কেহ উপস্থিত থাকিবে সে যেন, উহা হইতে কিছুই গ্রহণ না করে।"

( বোখারী, মুসলিম )

হাদিসের টিকাকারগণ বলিয়াছেন ঃ হযরত মাহ্‌দী আলায়হেস্ সালামের সময়ে ইউফ্রেটিস নদী শুকাইয়া যাইবে। তখন বহু ধনরত্ন প্রকাশিত হইবে। সে ধন রত্নই জনগণের মধ্যে তিনি বিতরণ করিতে চাহিবেন। কিন্তু জনগণ তাহা গ্রহণ করিবে না।

আমাদের বক্তব্য এই হাদিসে ইমাম মাহদী ( আঃ )এর কোন কথাই নাই বা আখেরী যমানারও কোন কথা নাই। "অচিরেই বা নিকট বর্তী সময়ের মধ্যেই ফোরাত বা ইউফ্রেটিস নদী স্বর্ণের আকর প্রকাশ করিবে। তখন সে ধন কেহ যেন গ্রহণ না করে"— এই সর্তক বাণীই আঁ-হযরত ( ছঃ আঃ ) করিয়া গিয়াছেন। এই বাণীর সঙ্গে আখেরী যামানা বা ইমাম মাহ্‌দীর কোনই সম্পর্ক নাই। হাদিসের অর্থ ইতিহাসের ঘটনাবলীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া করিলে আমরা দেখিতে পাই, যাঁ-হযরত ( ছঃ আঃ ) এর অব্যবহিত পরেই এযীদের সময়ে ইউফ্রেটিস নদীকে কেন্দ্র করিয়া বহু ধন রত্ন প্রকাশ পাইয়াছিল, যাহারা আঁ-হযরতের সতর্ক-বাণী অবহেলা করিয়া এজীদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই হযরত ইমাম হুসাইন ( রাযিঃ )কে শহীদ করিয়া ইসলাম জগতে এক মহাপ্রলয় কাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই প্রলয় কাল এখনও শেষ হয় নাই, ভবিষ্যতের কথা খোদাই জানেন।

و عنه قال قال رسول الله صلی

الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة و تسعون و يقول كل رجل منهم لعلى اكون انا الذى انجو رواه مسلم -

হযরত আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত ঃ

রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লাম বলিয়াছেন। "আস-স য়াত কায়েম হইবে না যে, পর্যন্ত না ইউফ্রেটিস নদী স্বর্ণের পর্বত প্রকাশ করিবে, জনগণ উহার জন্য যুদ্ধ করিবে। শতকরা নিরান্নব্বই জন লোক নিহত হইবে; এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই বলিবে ঃ হায়! যদি আমি মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির অন্তর্গত হইতাম।" ( মুস্লিম )

এই হাদিসকে পূর্ব-বর্ণিত হাদিসের এক প্রকার ব্যাখ্যা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কারণ يفسره بعضه بعضا অর্থাৎ হাদিসের একাংশ অপরাংশের মর্ম প্রকাশ করিতেছে। ফোরাত বা ইউফ্রেটস্ নদীকে কেন্দ্র করিয়া মুসলমানগণের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ বাধিবে এবং বহু লোক নিহত হইবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীই উক্ত হাদিসে করা হইয়াছিল। তাহা পূর্ণ হইয়াছে। নবী বংশের রক্তে ফোরাত নদীর তীরস্থ কারবালা প্রান্তর রঞ্জিত হইয়া জগতবাসীকে কাঁদাইয়াছে, আজও যেন সেই ক্রন্দন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে ঃ

انا لله و انا اليه راجعون

# আইয়্যামুস্ সোল্হ

মূল ঃ হযরত মসিহ্ মাওউদ ( আঃ )

অনুবাদ ঃ দৌলত আহ্মদ খাঁ খাদিম, এডভোকেট

( ১৫৪ পৃষ্ঠা হইতে ১৩৮ পৃষ্ঠা )

প্রশ্ন - মসিহ্ আকাশে নাই, বরং এই পৃথিবীতেই খোদা তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

উত্তর—পৃথিবীতে ইহা কাহারও ধর্ম-বিশ্বাস নহে। বোধ হইতেছে যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদী মৌলবীগণ এখন আকাশে চড়ানে নিরাশ হইয়া তাহাদের কল্পিত মসিহ্কে পৃথিবীতে লুকাইবার চিন্তায় আছে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোন দলই এই কথা লেখে নাই যে, মসিহ্কে খোদা-তা'লা এই পৃথিবীতেই লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তবে হাঁ, মোসলমান সুফীদের মধ্যে এক দলের ধর্ম-বিশ্বাস এই

যে, আকাশ হইতে ফেরেশ্‌তাগণের স্কন্ধে হস্তভর করিয়া মসিহের অবতরণ মিথ্যা। কেননা ইহা 'ইমান বিল্‌ গায়েব' ( অদৃশ্যে-বিশ্বাস )-এর পরিপন্থী এবং কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌-তা'লা পুনঃ পুনঃ ফরমাইতেছেন যে, যখন পৃথিবীতে ফেরেতশতাহ্‌গণকে অবতরণ করিতে দেখা যাইবে, তখন পৃথিবী শেষ হইবে এবং তখনকার ইমান মঞ্জুর হইবে না। আল্লাহ্‌-তা'লা আরও ও বলিতেছেন যে, পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীতে ফেরেশ্‌তার অবতরণ কখনও দেখিতে পাইবে না এবং যখন দেখিবে, তখন এই দুনিয়া থাকিবে না। অতএব, কোরআন শরীফের ভাষায় এবং আয়েতগুলি দ্বারা যখন স্পষ্ট এবং চূড়ান্তরূপে এই কথা প্রমাণিত হয় যে ফেরেশ্‌তাদের অবতরণ সেই সময় হইবে যখন ইমান আনায়ন করা নিষ্ফল হইবে—যেমন জীবন বায়ু নির্গত হইবার কালে যখন ফেরেশতাগণ পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন তখন ইমান আনায়ন করিবার সময় নহে তখন হয় এই ধর্ম বিশ্বাস পোষণ করিতে হয় যে মসিহের অবতরণের পর ইমান আনায়ন করাতে কোন ফলোদয় হইবে না। কিন্তু এই বিশ্বাস তো স্পষ্টতঃই মিথ্যা। কেননা সর্ববাদীসম্মত মত এই যে, মসিহের অবতরণ কালে পৃথিবীতে ইসলাম অধিক বিস্তার লাভ করিবে এবং যত সব মিথ্যা ধর্ম, ধ্বংসগ্রস্ত হইবে এবং পুণ্যের উৎকর্ষ হইবে। সুতরাং, যখন এই বিশ্বাস সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইল না. তখন অবশ্যই কোরআন শরীফের স্পষ্ট ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে সেই অপর দিকটাই মানিতে হয় যে. ফেরেশ্‌তাহ এবং তাঁহাদের সঙ্গে মসিহের অবতরণ বাহ্যিক আকারে হইবে না। পক্ষান্তরে, কোরআনের স্পষ্ট ভাষার ইঙ্গিতে সেই অবতরণ রূপক অর্থে হইবে। কেননা ফেরেশতাহদের সহিত স্বশরীরে হযরত ঈসার আকাশ হইতে অবতরণ কোরআনের স্পষ্ট ভাষার পরিপন্থী এবং বিপরীত। ইসলামের বিজ্ঞ জন মণ্ডলীর সম্মুখে এই মুশকিলই পেশ হইয়াছিল এবং এই মুশকিলের দরুণই ইমাম মালেক (রাযি আল্লাহু আনহু) স্পষ্টভাবে বলিয়া দিলেন যে হযরত ঈসা মৃত্যু লাভ করিয়াছেন। সেই কারণে ইমাম ইব্‌নে হাযামও তাঁহার মৃত্যু মানিয়া লইলেন এবং এই কারণেই মুতাযালা সম্প্রদায়ের সমস্ত বড় বড় আলেমের ধর্ম বিশ্বাস এই যে, হযরত ঈসা ( আঃ ) মৃত্যুলাভ করিয়াছেন। মোটের উপর, আকাশ হইতে অবতরণ মিথ্যা হওয়া "কুল্‌ সোব্‌হানা রাব্বি" এই আয়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়। বরং তত্তাবৎ আয়েত যাহাতে লিখিত

হইয়াছে যে, যখন ফেরেশতাহগণ অবতীর্ণ হইবেন তখন ইমান নিষফল হইবে এবং তখন 'ফয়সালার সময়' হইবে, 'সুসংবাদ এবং ইমানের' নহে—উচ্চস্বরে বলিতেছে যে, আকাশ হইতে ফেরেশতাহ্‌দের সহিত হযরত ঈসার অবতরণের কথা মিথ্যা। আর যদি ইহা মিথ্যা না হইত, তবে প্রাচীন কালে ইহার কোন দৃষ্টান্ত থাকিত। *

কিন্তু কে বলিতে পারে যে, কোন ব্যক্তি এই স্বভাব-দত্ত শরীরটি লইয়া জাগ্রত অবস্থায় আকাশে গিয়া ফেরত আসিয়াছে? খোদার এই নিয়ম থাকিলে বলিতে হয় যে, তিনি জানিয়া শুনিয়াই হযরত ঈসাকে ইলিয়াসের দ্বিতীয় আগমনের ব্যাপারে ঈহুদীদেব সম্মুখে লজ্জিত করিলেন। ঈহুদী এবং খৃষ্টানগণ পরস্পর মিলিত হইয়া এই কাহিনীকে পরিবর্তিত করি-

---

* ইহা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, হযরত মসিহ্‌ (আঃ) এর প্রতি যেসব অলৌকিক ব্যাপার আরোপিত হইয়াছে, এই গুলির দৃষ্টান্ত থাকা অতি আবশ্যক। কেননা একটি জাতি তাঁহাকে খোদা বালিয়া মানিয়াছে। তারপরও যদি হযরত ঈসার কার্য, বক্তিত্ব এবং গুণাবলীর দৃষ্টান্ত না থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য মূর্খদের দৃষ্টিতে ঈশ্বরত্বের প্রমাণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কেননা আজকাল পাদ্রীদের পেশাই এই যে, সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং অলৌকিক ব্যাপারগুলি উপস্থাপিত করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্বের এক প্রমাণ দাঁড় করায়। আঁ-হযরত (দঃ) এর যুগে যখন খ্রীষ্টানগণ হযরত ঈসার (আঃ) ঈশ্বরত্বের এক প্রমাণ এই দাঁড় করিয়াছিল যে, তিনি পিতা ব্যতীত জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌-তা'লা সেইরূপ জন্ম লাভের তার চেয়ে বরং উৎকৃষ্ট নজীর উপস্থাপিত করিলেন এবং বলিলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ" এবং নজীরও এরূপ উপস্থাপিত করিলেন, যাহা খ্রীষ্টান এবং ইহুদিদের স্বীকৃত, তাহাদের স্পষ্ট ধর্মশাস্ত্র এবং ধর্ম-বিশ্বাসের অন্তর্গত এবং নিশ্চয়ই সেই সময় খ্রীষ্টানগণ মসিহের ঈশ্বত্বের এই প্রমাণও উপস্থাপিত করিয়া থাকিবে যে, তিনি আকাশে জীবিত আছেন। সুতরাং, ইহার খণ্ডনের জন্য খোদা-তা'লাকে মসিহের স্বীকৃত বাক্য হইতে ইহা বলিতে হইল, "তুমি যখন আমাকে মৃত্যু দান করিলে, তখন তুমিই তাহাদের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলে।" মোটের উপর, কোরআনের শিক্ষা এই যে, মসিহের অলৌকিক ব্যাপার, ব্যক্তিত্ব এবং গুণাবলীর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

য়াছে বলিলে তো ছেলেরাও হাস্য করিবে। মোটের উপর, আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণ যেরূপ ধারণা করিয়া বসিয়া আছেন, সেইরূপে মসিহের অবতরণ করা কোরআনের উদ্ধৃতির বিরোধী।

বড় বড় সুফীদের একদল শারীরিক অবতরণ অস্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছন যে, মসিহ্ মাওউদের অবতরণ 'বরুয' ( রূপক ) স্বরূপ হইবে। সেখ মুহাম্মদ আকরম সাবেরী প্রণীত 'ইকতেবাসে আন্ওয়ার' নামক গ্রন্থ সুফী-দের মধ্যে অতি সম্মানিত বিবেচিত হয়। ইহা অধুনা লাহোর ইসলামীয়া প্রেস হইতে আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণের তত্ত্বাবধানে ছাপা হইয়াছে। ইহাতে লিখিত হইয়াছেঃ

"روحانیت مکمل گاہے بر ارباب
ریاضت چنان تصرف می فرماید که
فاعل افعال شان می گردد و این
مرتبه را صوفیه بروز می گویند * * *
و در شرح فصوص الحکم می نویسد یعنی
بغرض بیان کردن نظیر بروز میگوید که
محمد بود که بصورت آدم در مبدء ظهور
نمود یعنی بطور بروز در ابتدائے عالم
روحانیت محمد مصطفی صلی الله علیه
وسلم بروز وظهور خواهد کرد و تصرف فیها
خواهد نمود و این را بروزت مکمل گویند
نه تناسخ وبعضے بر آنند که روح عیسی در
مهدی بروز کند — ونزول عبارت از
همین بروز است مطابق این حدیث که
لا مهدی الا عیسی ابن مریم"—

"পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা কখনও সাধকদের উপর এইরূপ আধিপত্য বিস্তার করে যে, কর্তা কর্মের মর্যাদা প্রাপ্ত হন এবং এই মর্যাদাকেই সুফিগণ 'বরুয' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন * * * এবং 'ফসুসুল্ হাকামের' ব্যাখ্যায় লিখিত আছে। অর্থাৎ বরুযের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিবার জন্য বলেন যে, মুহাম্মদই আদিতে আদমরূপে প্রকাশিত হন। অর্থাৎ অধ্যাত্ম জগতের প্রারম্ভ দিবসে মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলেহী ওসাল্লাম 'বরুয' স্বরূপে হযরত আদমের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া-ছিলেন এবং তিনিই অবশেষে 'খাতাম' স্বরূপ প্রকাশিত হইবেন। অর্থাৎ, 'বেলায়েতের (বন্ধুত্বের) খাতামের মধ্যে আছেন মাহ্দী। অধিকন্তু মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত হইতে চাহিবে। ইহার আধিপত্য-বিস্তৃত হইবে এবং ইহাকেই 'পূর্ণ বরুয' বলা হয় —'তানাসুখ' ( পুনর্জন্ম ) নহে। এবং কেহ কেহ বলেন যে, ঈসার আত্মা মাহদীর মধ্যে বরুয হইবে। 'লা মাহদী ইল্লা ঈসা' হাদিস হইতেই এই বরুয সংক্রান্ত এবারত প্রদত্ত হইয়াছে।

বরুয সংক্রান্ত এই বিশ্বাস নূতন কিছু নয়। বরং প্রাচীন কালের ঐশী গ্রন্থাবলীতেও এই বিশ্বাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মালাকী নবীর গ্রন্থের ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীই ধরা যাউক।

ঈহুদীগণ ভুল বশতঃ মনে করিয়া বসিয়াছিল যে, ইলিয়াস নবীই আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন। অবশেষে, তিনিও বরুযই সাব্যস্ত হইলেন এবং ইলিয়াসের পরিবর্তে ইলিয়া নবী আগমনকারী প্রমাণিত হইলেন। ইহুদীদের সর্ববাদী সম্মত ধর্ম-বিশ্বাস যে ইলিয়াস নবীই স্বয়ং দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে আগমন করিবেন, মিথ্যা সাব্যস্ত হইল। এইরূপেই বুঝা যায় যে, হিন্দুদের গ্রন্থাবলীতেও 'বরুযের' বিশ্বাসই ছিল এবং তৎপর ভুল ভ্রান্তি মিলিত হইয়া 'তানাসুখ' ( পুনর্জন্ম ) বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে।

[ ক্রমশঃ ]

# সত্য 'মামুর' বা প্রত্যাদিষ্ট

## ধর্ম সংস্কারকের পরিচয় চিহ্ন

### ১। দাবীর পূর্ববর্তী পবিত্র জীবন :

'মামুর' ও 'মুরসাল' যাঁহারা হন, তাঁহাদের দাবীর পূর্ববর্তী জীবন এমন হয় যে, ঘোর শত্রু ও বিরুদ্ধবাদীরাও তাহাতে কোনরূপ দোষারোপ বা ছিদ্রান্বেষণের সুযোগ পায় না। 'মামুর' অর্থ 'প্রত্যাদিষ্ট'। 'মুরসাল' অর্থ 'প্রেরিত'। অর্থাৎ নবী ও রসুল। আবু জেহেল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম সম্বন্ধে বলিয়াছিল, "মুহাম্মদ ( সঃ আঃ ) মিথ্যা বলেন না, কিন্তু তাঁহার দাবী সত্য নয়।" অন্য কথায়, তিনি কদাচ মিথ্যা কথা বলিবার প্রমাণ তাহার নিকট নাই, কিন্তু তিনি 'অহী' পাওয়ার যে দাবী করিতেছেন এবং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার কথা বলিতেছেন, তাহা তাহার মতে সত্য নয়। বস্তুতঃ, প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবীর পূর্বেকার জীবন সম্পূর্ণ পবিত্র থাকে এবং বিরুদ্ধ-বাদীরাও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য থাকে!

### ২। যথা সময়ে আবির্ভাব

মামুরের আবির্ভাব মানবতার যথার্থ প্রয়োজন সময়ে হইয়া থাকে। যুগের অবস্থা সাক্ষ্য দিতে থাকে যে, কোন 'মামুর মিনাল্লাহ্' ( আল্লার তরফ হইতে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ) কোন 'মুসলেহ্ রাব্বানী' ( ঐশী ধর্ম-সংস্কারক ) আবির্ভূত হওয়া অত্যাবশ্যক।

যুগ অবস্থার এইরূপ উচ্চ কণ্ঠোচ্চারিত সাক্ষ্য প্রত্যেক নবীর সময়েরই বিশেষত্ব।

৩। মামুরিয়তের দাবী

যেহেতু প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম-সংস্কারক, মামুর মিনাল্লাহ্‌ এমন সময়ে আবির্ভূত হন, যখন পৃথিবী হইতে প্রকৃত ধর্ম-বোধ লোপ পায় এবং কোরআন করীমের ভাষায়—"জলে ও স্থলে বিপ্লব উপস্থিত হয়,"—এজন্য এইরূপ ব্যক্তি যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁহাকে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশে তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা ও গুণাবলী প্রকাশের জন্য নিজেই দাবী উপস্থিত করিতে হয়, যাহাতে সকলেই তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা ও যুগ প্রয়োজন সম্বন্ধে সজাগ হইতে পারে। বস্তুতঃ, প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম সংস্কারকের দাবী করা স্বাভাবিক। জড় জগতের সূর্যকে তো উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চিনিয়া নেয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের এইরূপ সূর্যোদয়ের সময়ে মানুষ সম্পূর্ণ গাফিল থাকে।

৪। বিরুদ্ধবাদিতা :

তাঁহারা যখন আসেন, তখন ধর্ম-বিরোধী ব্যক্তিগণ ও তথা কথিত ধর্ম সমর্থকগণ ঠিক অপরিহার্যভাবে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং তুমুল বিরোধিতা চলে। এই বিরোধিতায় তাঁহারা এত দূর অগ্রসর হন যে, প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম-সংস্কারক মামুর মিনাল্লার ঐ সমস্ত বিরুদ্ধবাদী তাঁহারা—স্বয়ং যে সকল ধর্ম নীতি ও ধর্মীয় আদেশাবলী স্বীকার করেন, ঐ গুলিও অনায়াসে লঙ্ঘন করেন।

৫। বিরুদ্ধাচরণে সর্বদলীয় মিলন :

কথিত আছে, "আল্‌-কুফ্‌রু মিল্লাতুন্‌ ওয়াহেদাতুন্‌।" অর্থাৎ, মামুর মিনাল্লাহ্‌র বিপক্ষাচরণে তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণ তাহাদের পারস্পারিক মত-দ্বন্দ, বিরোধ ও দলাদলী সব ভুলিয়া গিয়া সকলে এক সংগে অস্বীকার করে ও আক্রমণ চালায়, যদিও তাহাদের ধর্ম-পুস্তকগুলি এক বাক্যে মামুর মিনাল্লাহ্‌কে সমর্থন করিতে থাকে এবং তিনি তাহা হইতে এবং সদ্য ঐশী নিদর্শন আবলী ও যুক্তির সাহায্যে অবিরত তাহাদের যুক্তির খণ্ডন ও দলীল দিতে থাকেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করিতে আহ্বান করিয়া যাইতে থাকেন।

৬। বিরুদ্ধবাদিগণের স্বরূপ :

মামুর মিনাল্লাহ্‌গণের বিরুদ্ধবাদিতা ঐ সকল ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে, যাহারা তাহাদের পার্থিব বা ধর্মীয় প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদার গর্বে স্ফীত থাকে এবং খোদার মামুর ও প্রেরিত সংস্কারকের সফলতার মধ্যে তাহাদের খ্যাতি ও প্রতি-

পত্তি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখিতে পায়, কিংবা ধর্ম ও দূরদর্শিতার যাহারা কোনই ধার ধারে না এবং গাফিল ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত থাকে। মামুরের আগমনে তাহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ক্রিয়া-কলাপের পর্দা ফাঁক হইয়া যায়।

৭। শত্রুদের ব্যর্থতা :

তাঁহাদের বিরুদ্ধচারিগণ পরিণামে অকৃত-কার্য ও বিফল মনোরথ হয়। পক্ষান্তরে, খোদার মামুর ও মুরসালগণ অহর্নিশ বিজয় লাভ ও অনবরত উন্নতি করিতে থাকেন।

৮। গায়েবের সংবাদ :

আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতের সংবাদ দান করেন। বড় বড় প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্বন্ধেই ঘটনার পূর্বে তাঁহারা অহি ও এলহামের দ্বারা সংবাদ লাভ করেন।

৯। ঐশী সাহায্য :

আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের অনুবর্তিগণকে এই জীবনেই সাহায্য করিতে থাকেন এবং বিরুদ্ধবাদিগণের মুকাবিলায় তাঁহাদিগকে অধিকাংশ স্থলেই জয়ী করেন। 'অধিকাংশ' আমরা এজন্য বলিতেছি, যেহেতু অনুবর্তিগণের ভুল ত্রুটি, তাহাদের সংশোধন, তাহাদের বিশেষ উন্নতির অনুকূলে 'আসমানী তদ্বীর' হিসাবে, কিংবা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ 'কাযা' ( মীমাংসা ) স্বরূপে বা তাঁহার 'কাযা-কদরের' ( বিধান ও মীমাংসার ) স্বীকৃতির জন্য এবং আল্লাহ্র কাজে বিশ্বাসীদের বিশেষ সন্তুষ্টি ও তদ্বারা আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্য লাভ ও মহা-বিজয়ের সোপান সরূপেও কোন কোন সময় আপাত দৃষ্টিতে তাঁহাদের অকৃতকার্যতা দেখা যায়, যেমন অহুদ ও হুনায়েন যুদ্ধে হইয়াছিল। নচেৎ, খোদা-তা'লা বলেন যে, তিনি তাঁহার রসুল ও ইমানদারগণকে তাঁহাদের এই জীবনেই তাঁহার সাহায্যের নিদর্শন প্রদর্শন করেন এবং ইহাই ইতিহাসের সাক্ষ্য।

১০। বিজয়ের পূর্বাভাস স্বরূপে পূর্বাহ্নে সংবাদ :

যখন শত্রুগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে এবং আল্লাহ্-তা'লা তাহাদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিতে চান, তখন সেই 'আলমী ও কদীর,' 'সর্বজ্ঞ ও সর্ব-নিয়ন্তা' খোদা অনেক সময়েই উভয় পক্ষের ফলাফল সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে অহি ও এল্হাম দ্বারা খবর দেন।

১১। যুগোপযোগী নিদর্শন ঃ

তাঁহাদের সাহায্যার্থে আল্লাহ্-তা'লা ঐ প্রকার নিদর্শনই প্রদর্শন করেন, যাহা সময়োপযোগী। অর্থাৎ, তাঁহাদের যুগে যে সকল বিদ্যা বা নৈপুণ্য সর্বাপেক্ষা প্রবল থাকে, তাহাতেই সত্য প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণকে দলনকারী—'ইজাযী শক্তি' প্রদত্ত হইয়া থাকে। কেহই তাহাতে তাঁহাদের সমকক্ষতা করিতে পারে না।

১২। 'ফুরকান' বা বৈশিষ্ট্য নিরূপক চিহ্ন ঃ

তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের অনুবর্তিগণকে আল্লাহ্-তা'লা এক প্রকার পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য দিয়া থাকেন। সাধারণতঃ, সদাচার পরহেযগারী, সর্ব জন প্রিয়তা, সুনাম, সুযশ, গাম্ভীর্য, সহিষ্ণুতা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিরুদ্ধচারীদের মুকাবিলায় শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্যের মধ্যে ইহা প্রকাশিত হয়।

১৩। মিথ্যুক নিরূপণ-কারীদের উপর আযাব অবতরণ ঃ

যাহারা মামুরকে ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী নিরূপণ করিতে চাহে এবং পূর্ণ মাত্রায় যুক্তি প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও অন্যায় অবিচার হইতে নিবৃত্ত হয় না ও বিরোধিতা করিতেই থাকে, তাহারা অবশেষে কোন ঐশী-সাজা অবশ্যই পায়।

১৪। অনুকূল 'হাওয়া' প্রবাহ ঃ

মামুরদের আগমন উদ্দেশ্যের অনুকূলে আল্লাহ্-তা'লার তরফ হইতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, ঐ প্রবাহে যুগ-বাসিগণ বহু কথা মানিয়া নিতে বাধ্য হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলি দূর হইতে থাকে, যুগ-প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং সংস্কারের প্রতি আকর্ষণ জন্মে, যদিও প্রেরিত মহাপুরুষের সাথে কোন সম্বন্ধ না রাখার দরুণ তাহাদের যাবতীয় চেষ্টা-চরিত ব্যর্থ হইতে থাকে।

১৫। পবিত্র করণ ক্ষমতা ঃ

তাঁহাদের মধ্যে মানুষকে পাক-পবিত্র করিবার বিরাট শক্তি থাকে। তাঁহাদের সঙ্গ লাভের কল্যাণে অতি বিকৃত ব্যক্তিগণও একান্তই দুর্ভাগা না হইলে সংশোধিত হইয়া থাকে।

১৬। ঐশী-গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ঃ

তাঁহাদের সময়ে তাঁহারা আল্লাহ্র কেতাবের সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান লাভ করেন, জাগতিক দিক হইতে যতই মামুলী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন না কেন।

১৭। পূর্ববর্তী নবীগণের সহিত সাদৃশ্য ঃ

তাঁহাদের স্বভাব, চরিত্র এবং জীবনের

ঘটনাবলী অধিকাংশ বিষয়ে পূর্ববর্তী মামুর গণের সহিত মিলিয়া যায়।

১৮। আযাব অবতরণ ঃ

পৃথিবীবাসী যখন তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী ভণ্ড প্রতিপন্ন করিতে তৎপর হয়, দুষ্টতা ও বিরোধিতা কোন ক্রমেই নীচে নামে না, তখন কোন না কোন ঐশী আযাব অপরিহার্য-ক্রমে অবতীর্ণ হয়, যাহাতে তাহারা সত্যের দিকে আকর্ষিত হয় এবং কোন কোন সময় সম্পূর্ণ সীমাতিক্রম বশতঃ কোন কোন জাতি একেবারে ধ্বংস বা নিশ্চিহ্নও হয়।

১৯। অদম্য সাহস ঃ

তাঁহারা যখন মুকাবিলা ও মুবাহালা করিবার জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীগণকে আহ্বান করেণ, তখন একে তো কেহই সম্মুখীন হওয়ার সাহস করে না এবং খোদার এই মহারথীদের সহিত যাহারা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ার দুঃসাহস করে, তাহারা অবশেষে ধ্বংস কিংবা লাঞ্ছনা-গ্রস্ত হয়।

২০। নিরন্তর উৎসাহ ঃ

তাঁহাদের মধ্যে সত্য ধর্মের সেবা সত্য ধর্মের প্রচার, সাহায্য ও সমর্থন করিবার একপ্রকার অসাধারণ উৎসাহ পাওয়া যায় যে, অপরের মধ্যে উহার দৃষ্টান্ত কোথাও নাই এবং এই উৎসাহ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরাম অক্ষুন্ন থাকে।

২১। ভ্রান্ত ধর্ম সমূহের খণ্ডন ঃ

তাঁহারা তাঁহাদের যুগবর্তী যাবতীয় ভ্রান্ত ধর্ম মত ও ভ্রান্ত ধর্মাবলীর খণ্ডন করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাহাতে ব্যপৃত থাকেন।

২২। গাইরাত ঃ

সত্য প্রকাশের জন্য তাঁহাদের মধ্যে এত গাইরত পাওয়া যায় যে, তাঁহারা কোন অবস্থায়ই ইহা হইতে ক্ষান্ত হন না। যত বড় পার্থিব লোভ প্রদর্শন করা হউক, বা যত ভীতি প্রদানের চেষ্টা করা হউক, কিছুতেই তাঁহারা উহা হইতে নিবৃত্ত হন না।

২৩। শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসী ঃ

খোদার তরফ হইতে প্রেরিত হওয়ার সর্ব প্রথম ইমানদার, তাঁহারাই হইয়া থাকেন। তাঁহাদের এই ইমান এত দৃঢ় হয় যে, কিছুই তাহা টলাইতে পারে না।

২৪। সত্যের সমর্থন

সমাগত মামুর পূর্ববর্তী নবীগণের সত্যতা

সমর্থন করেন এবং পূর্ববর্তী নবীগণও সমাগত মামুরের সত্যতা সমর্থন করেন।

২৫। আল্লাহ্-তা'লার সহিত সম্বন্ধ:

আল্লাহ্-তা'লা কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট মামুর আল্লাহ্-তা'লার সহিত সম্পর্কের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ উপস্থিত করেন। তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেক বিষয়ে, বিভাগে ও মুহূর্তে তাঁহারা আল্লাহ্-তা'লার সহিত বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সম্পর্কের সর্বোত্তম আদর্শ প্রদর্শন করেন। ঘনিষ্ট অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠ, গূঢ় হইতে গূঢ় গভীরতম কোন সম্পর্ক ইহার নিকট তুচ্ছ প্রমানিত হয় এবং তৌহীদের উচ্চতম বিকাশ হয়।

২৬। সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি:

খোদার মামুরগণ জীব সাধারনের প্রতি প্রকৃত সাহানুভূতিশীল হইয়া থাকেন। এমন কি, ধর্ম বিষয় ছাড়া ও পার্থিব বিষয়ে —যাহা ধর্ম বিরুদ্ধ নয়—সাহায্য করিবার জন্য সর্বদা ঐকান্তিকভাবে অপেক্ষা করিতে থাকেন এবং কোন প্রকার সুযোগ পাইলেই তাহা হইতে কদাচ বিমুখ হন না। তাঁহাদের এই মহান আদর্শ সাধারণ লোকের কেন, বিশেষাপেক্ষা বিশেষ ব্যক্তিগণেরও ধারণাতীত।

২৭। ঐশী-গুণাবলীর বিকাশ:

দয়া, প্রেম, বাৎসল্য, অপরের দোষাবরণে তাঁহারা আল্লাহ্-তা'লার গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রদর্শন করেন, যাহার কোনই তুলনা নাই।

২৮। লজ্জাশীলতা:

খোদা-তা'লার মামুরগণ অতি উচ্চ পর্যায়ের লজ্জাপরায়ণ হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ, কামলোলুপ দর্শন সম্ভাবনা ও অদর্শনীয় হইতে দৃষ্টি সংবরণার্থে নিম্নাভিমুখী দৃষ্টির জীবন্ত আদর্শ হইয়া থাকেন।

২৯। সত্যিকার নির্লোভ:

তাঁহারা পার্থিব ধন সম্পত্তির লোভে লোভী হন না। খোদার মামুরগণ সর্বদা স্বতঃ-পরিতৃপ্ত ও অতিশয় দানশীল হইয়া থাকেন।

৩০। পার্থিব স্বার্থহীনতা:

নশ্বর পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী ভোগ বিলাস পার্থিব আকাঙ্খারাজি ও নীচাভিলাস হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ পবিত্র থাকেন এবং কখনও আসক্ত হন না।

৩১। নীতি-প্রিয়তা ঃ

আল্লাহ্-তা'লার প্রেরিত মামুরগণ তাঁহাদের প্রচারে ও শিক্ষায় মূল-নীতি ও ধর্মের মূল-সূত্রকে অগ্রগন্য করেন। শাখা প্রশাখার বিষয়গুলিতে ব্যাপৃত হইয়া কোন অবস্থায়ই মূল-সূত্র ও মূল-নীতিগুলিকে উপেক্ষা করেন না।

৩২। কপটতা :

বাগাড়ম্বর, খুসামুদ, শ্লথ, মিথ্যাবাদিতা, মনে এক কথা মুখে অন্য কথা, কাহারো সন্তোষ বিধানের জন্য সত্য গোপন—এক কথায়, কপটতা তাঁহাদের কাছেও যাইতে পারে না। যতই লোভ দেওয়া হউক, যতই সংকট হউক, তাঁহারা তাঁহাদের বিশ্বাসে ও কর্মে কোন প্রকার কপটতা করেন না এবং আন্তরিকতার আদর্শ হন।

৩৩। ধর্ম-বিধান পালন ঃ

শরীয়তের আদেশ নিষেধ পালনে কোন প্রকার শিথিলতা বা উদাসীনতা তাঁহাদের একটুও থাকে না এবং তাঁহাদের অনুবর্তিগণের মধ্যেও তাহা পালনে কোন প্রকার শৈথিল্য বা অমনোযোগিতা থাকে, ইহাও তাঁহারা কখনো পছন্দ করেন না।

৩৪। পবিত্রতা ঃ

তাঁহারা কদাচ কোন দুষ্ট-রোগ-গ্রস্ত হন না।

৩৫। কৌলীন্য শ্রেষ্ঠত্ব ঃ

তাঁহারা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয়, অভিজাত ও ভদ্র কুলজ হইয়া থাকেন। কোন নীচ জাতি হইতে বা হীন বংশীয় হন না। যদিও মানুষ হিসাবে সব মানুষই মানুষ, কিন্তু সদ্বংশ-জাত ও অসদ্বংশজাত হওয়ার মধ্যে যে প্রভেদ, তাঁহাদের বংশ-গৌরব ও মাহাত্ম্যের মধ্যে তাহা ষোল আনা ফুটিয়া উঠে। খোদা-তা'লা কখনো চুরহাচামার হইতে কাহাকেও নবী বা রসুল করেন নাই। উহাদিগকে এবং এই শ্রেণীয় মানুষকে ও বিকৃত প্রত্যেক মানুষকেই সব দিক দিয়া উত্তোলনের জন্য তাঁহারা সদা সদ্বংশেই জন্ম গ্রহণ করেন, যাহাতে কোন প্রকার নীচতা বা হীনতা তাঁহাদের কোন দিক হইতে প্রকাশ না পায়।

৩৬। বিপদাপদ ও পরীক্ষা ঃ

ধর্মের জন্য তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের অনুবর্তিগণকে অবশ্য বিপদাবলীর ও পরীক্ষার সম্মুখীন সব দিক দিয়াই হইতে হয়। কিন্তু তদ্বারা তাঁহাদের উন্নতিই বৃদ্ধি পায়, কখনো তাঁহাদের উর্দ্ধগতি নিম্নাভিমুখী হয় না, বা অবনতি করে না।

৩৭। অতুলনীয় গুরু শিষ্য সম্পর্ক ঃ

তাঁহাদের অনুবর্তিগণের সম্পর্ক তাঁহাদের সহিত এবং তাঁহাদের সম্পর্ক অনুবর্তি-

গণের সহিত, এমন দৃঢ় ও সর্বোন্নত হয় যে, অন্য কোন সম্বন্ধেই উহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

৩৮। নৈরাশ্যহীনতা :

ধর্মের কাজে ঐশী অনুগ্রহ ও গাইবী সাহায্য বিষয়ে সংকট, বিপদ, মুশ্‌কিল যতই ভীষণাকৃতির উপস্থিত হউক, বা ভীষণাকৃতি ধারণ করুক—তাঁহারা কখনো নৈরাশ্য বোধ করেন না।

৩৯। উপকরণ সামগ্রীর ব্যবহার :

সকল নিমিত্ত ও কারণের কারণ, সর্ব উপকরণ-স্রষ্টার প্রতি তাঁহাদের অপরিসীম ভক্তি ও নির্ভরশীলতা সত্ত্বেও, আল্লাহ্‌র প্রেরিত মামুরগণ পার্থিব উপকরণ ব্যবহারে কোন প্রকার ত্রুটী করেন না এবং যথা সাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করেন।

৪০। অমনোযোগিতার ভয় :

ঐশী সাহায্যে তাঁহাদের পূর্ণ-মাত্রা প্রত্যয় সর্বাপেক্ষা অধিক থাকা সত্ত্বেও, তাঁহারা কখনো তৎ-সম্পর্কে নির্ভিক হন না। তাঁহারা সতত আল্লাহ্‌-তা'লার প্রতি নির্ভর করেন এবং তাঁহারা নিকট কাতর প্রার্থনায় রত থাকেন।

৪১। অলৌকিক পরিবর্তন :—

তাঁহাদের কল্যাণে অত্যন্ত জঘন্য প্রকার পাপান্ধকার জীবনেও অলৌকিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

৪২। ধর্ম সংস্কার :—

মামুর মিনাল্লাহ্‌ ধর্মীয় বিষয়গুলীর সুনিশ্চিত সংস্কার সাধন করেন। জাহের-পরস্ত বাহ্যিকতা-প্রিয় ব্যক্তিদের রীতি-নীতি ও তাহাদের অভ্যাসের দিক হইতে ধর্মের প্রতি কটাক্ষপাত, উপহাস, বাধার সৃষ্টি ও বিরোধিতা কখনো মামুর মিনাল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যকে ব্যার্থ করিতে পারে না।

৪৩। অনুবর্তিগণের কুরবানী :—

মামুরগণের অনুবর্তীরা ধর্মের জন্য সারধাণতঃ যে সমস্ত কুরবানী করেন, তাহার দৃষ্টান্ত অন্য কুত্রাপি নাই।

৪৪। ঐশী হেফাযত :—

আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের আগমন উদ্দেশ্যকে শত্রুদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করেন, যদিও আপাতঃ মহাসংকট দেখা যায়।

৪৫। ধর্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও ভয়ের পর নিরাপত্তা :

আল্লাহ্‌-তা'লার মামুর ও তাঁহার খলিফাগণ ধর্মকে দৃঢ়-রূপে সংস্থাপন করেন। এই

সংস্থাপন কার্যের পথে যতই বাধার সৃষ্টি হয় না কেন এবং বিপক্ষে আন্দোলন আলোড়ন যতই হউক না কেন, তাঁহাদের জমাত নিরাপত্তা, উদ্বেগহীনতা, স্বস্তি, শান্তি, অবিচল স্থৈর্য ও দৃঢ়তা লাভ করেন।

৪৬। স্থায়িত্ব :—

মামুর মিনাল্লাহের পরেও তাঁহাদের সেলসেলা বিলুপ্ত হয় না, যদিও তাঁহাদের অনুবর্তিগণের মধ্যে কোন কোন ভ্রান্তি ও দুর্বলতার সৃষ্টি হয়।

৪৭। শত্রুদের 'কিরামত' (অলৌকিকতা) নাশ :—

মামুর মিনাল্লাহের সময়ে তাঁহার যত বিরুদ্ধবাদী থাকে, তাহাদের যাবতীয় কিরামত (বা দৈব ক্রিয়া) নষ্ট হয়। তাহারা যতই খোদা-প্রাপ্ত বলিয়া খ্যাত হউক, যতই রিয়াযত, এবাদত ও মুজাহাদায় আত্মনিয়োগ করে না কেন, কিছুতেই কিছু হয় না। তাহারা খোদা প্রাপ্তির কোন চিহ্ন বা নিদর্শন প্রদর্শন করিতে পারে না। ঐশী বিশেষ সাহায্য তাহাদের সঙ্গে থাকে না এবং পদে পদে লাঞ্ছিত ও বিমূঢ় হয়।

৪৮। নিদর্শন প্রদর্শন :—

মামুর মিনাল্লাহের কখনো নিদর্শন প্রদর্শনের সখ হয় না। কিন্তু খোদা-তা'লা তাঁহার সত্যতা প্রকাশার্থে নিশ্চয়ই বহু নিদর্শন প্রদর্শন করেন এবং প্রতিযোগিতা করিবার জন্য আল্লাহ্‌র মামুর অতুচ্চ কণ্ঠে বিশ্বকে আহ্বান করিয়া থাকেন।

৪৯। সরল জীবন :

সাধারণতঃ আল্লাহ্‌র মামুর অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন যাপন করেন। কিন্তু তাঁহার শিক্ষায় বা তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের আদর্শে সাদাসিধা জীবন যাত্রার প্রতি এ প্রকার জোর দেওয়া হয় না যে, আল্লাহ্‌-তা'লার 'প্রদত্ত নেমাত' বা সম্পদ-রাজির দ্বারা লাভবান হওয়া হইতে (আমরা আল্লাহ্‌র শরণ লই) নিষেধ করা হয় বা ঘৃণার সৃষ্টি করা হয়। পক্ষান্তরে, ভণ্ডদের শিক্ষায় নানা প্রকার সীমাতিক্রম পাওয়া যায়।

৫০। অজ্ঞাত নামা অবস্থা হইতে মহাখ্যাতি

মামুর মিনাল্লাহের প্রথম জীবন সাধারণতঃ গৃহ-কোণে ও অখ্যাত-ভাবে যাপিত হয়। কিন্তু খোদা-তা'লা শেষে তাঁহাদিগকে অনন্ত অফুরন্ত খ্যাতি ও সম্মান দান করেন।

৫১। তাকওয়ার পরীক্ষা :—

মামুর মিনাল্লাহের দাবী, তাঁহার কর্ম জীবন ও তাঁহার শিক্ষার মধ্যে এমন কোন

দিক্ থাকে, যদ্দ্বারা লোকের পরীক্ষা হয়। উহার ফলে, প্রকৃত তাক্ওয়া বা ধর্মশীলতা ও আল্লাহ্‌কে আশ্রয় করিবার মহা-তুলা-দণ্ডে মানুষের ওজন হয় এবং প্রকৃত পবিত্রতা এবং খোদার প্রেম ও ভয়ের কষ্টিতে মানুষের পরীক্ষা হয়। নচেৎ, দুই যোগ দুই, যোগফল চারির ন্যায় তাঁহার যাবতীয় কার্য-কলাপ ও বিষয় দেদীপ্যমান হইলে তো কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিত না। তারপর, সকলেই কাহাকেও সত্যবাদী বলিয়া গ্রহণ করিবে, এরূপ হওয়াও কদাচ সম্ভবপর নয়।

৫২। কোন কোন আত্মীয় স্বজনের বঞ্চিত থাকা :—

মামুর মিনাল্লাহের কোন কোন নিকট আত্মীয়-কুটুম্বও তাহাকে চিনিতে বঞ্চিত থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ধর্ম ও ধর্ম-বিশ্বাস পার্থিব সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে না।

## উপসংহার

উপরে আমরা খোদা-তা'লার সত্য নবী, রসুল, মামুর মুরসাল, প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম-নেতা ও সংস্কারকগণের যে সকল লক্ষণরাজি বর্ণনা করিলাম, ইহাদের প্রত্যেকটিই কোরআন, হাদিস, অপরাপর ধর্মেরঐশী-গ্রন্থ, নবীগণের ইতিহাস —বিশেষতঃ, খাতামুন্-নাবীয়ীন (সাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম) এর জীবনের প্রতি ছত্র হইতে প্রমাণিত হয়। তারপর, এ যুগে তাঁহার প্রতিবিম্বাকারে সমাগত তাঁহার এক খাদেম ও পূর্ণতম খলিফার মধ্যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামেরই পুনরাবির্ভাবে এই সব বিষয়ই পুনরাবির্ভূত হইয়াছে।

সত্যান্বেষী প্রত্যেক ধর্ম-পিপাসু ও খোদা ভক্ত মানুষকেই আমরা আকুল আহ্বান ও অনুরোধ জানাইতেছি যে, পূর্বাপূর্ব যুগে নয়—এযুগেই তাঁহারা উপরোল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয়কে যাচাই করিয়া প্রকৃত সত্যের সন্ধান করুন এবং সত্যের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ-রূপে বিলাইয়া দিয়া অমর ও অনন্ত জীবন লাভ করুন এবং সকলেরই সার্থক জীবন হউক। মামুর মিনাল্লাহ্ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া কেহই আল্লাহ্‌র আশীষ লাভ করিতে পারে না।

মসিহ্ মাহ্‌দীর সময়ের অপেক্ষায় কত আউলিয়া গভীর আফসোস নিয়া মহা প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার আগমনে স্বর্গের জ্যোতি লাভের এহেন সুযোগ সুবিধা পাইয়া কে তাহা হইতে বঞ্চিত থাকা এখন পছন্দ করিতে পারে?

যদি আমাদের কোন কথা কাহারো অবোধ্য হইয়া থাকে এবং কেহ না জানেন যে, কিরূপে এগুলি যুগ-ইমামের সত্যতা ঘোষণা করিতেছে, তবে আসুন আমরা আপনাদিগকে সর্বোতভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। প্রত্যেক জ্ঞাত আহ্‌মদীর নিকট সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়া এ সব বিষয়েই নিঃসন্দিগ্ধ ও সুনিশ্চিত হইতে পারেন।

ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা সত্যের অনুসন্ধান করেন—সত্যকে বরণ করেন এবং সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন।

হে সত্যানুসন্ধিৎসু, প্রবন্ধ গর্ভ বর্ণিত সত্য মামুরের লক্ষণরাজি গভীরভাবে আলোচনা করুন। আল্লাহ্-তা'লার সাহায্য প্রার্থনা করি। আমীন!

জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি

## মাননীয় জনাব চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁ সাহেবের একটি পত্র

[ নাযের ইস্‌লাহ্-ও-ইরশাদ, সদর আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়া, রাব্‌ওয়াহ্ ]

"আমার প্রতি যে কথা আরোপ করা হইয়াছে, তাহা আমার ধর্ম-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী ও বিপরীত।"

জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচনের সময় যখন উপস্থিত এবং জাতি সঙ্ঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব চোধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁ সাহেবের সাফল্য লভে উজ্জ্বল সম্ভবপর, ঠিক সেই সময় কোন কোন অনিষ্টকামী ব্যক্তি মাননীয় চৌধুরী সাহেবের একটি বক্তৃতার ভ্রান্ত উদ্ধৃতি দিয়া পাকিস্তানের প্রেসে অভিসন্ধি মূলে এই ঘোষণা করিল এবং লিখিল যে, চৌধুরী সাহেব ত্রিনিদাদের 'হিমালয় ক্লাবে' বক্তৃতা প্রসঙ্গে আহ্‌মদীয়া জমাতের প্রাতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম

আহ্মদ সাহেব ( আলাইহেস্ সালাম ) কাদিয়ানীকে 'শেষ নবী' বলিয়াছেন। ফলে, তথাকার মুসলমানগণের ভীষণ মনঃ-কষ্ট ও নৈরাশ্য হইয়াছে।

এই প্রচারণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চৌধুরী সাহেবের সুনামকে কলঙ্কিত করা এবং নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আহ্মদীয়া জমাতের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিদ্বেষ বিস্তার। দুঃখের বিষয়, এই অপবাদ প্রচারে ইসলামী জমাত হওয়ার দাবীদার "সালেহীন" আগে আগে রহিয়াছেন। সম্ভবতঃ, জামাতে ইস্লামীর আমীর সাহেবের নির্দেশানুসারেই এইরূপ করা হইয়াছে। কারণ, তাঁহার মতে, "ব্যবহারিক জীবনের কোন কোন প্রয়োজন এইরূপ যে, সে কারণে মিথ্যার শুধু অনুমতিই নয়, কোন কোন অবস্থায় বরং ইহা অত্যাবশ্যক হওয়ারও ফাতওয়া দেওয়া হইয়াছে।"

( 'তরজমানুল্ কোরআন', মে, ১৯৫৮ )

দেশের সম্মুখে এখন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং দেশ রক্ষা সংক্রান্ত যে সকল সমস্যা রহিয়াছে, তাহাতে ধর্ম কোন্দল বৃদ্ধি করিয়া সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিবার চেষ্টা কখনো দেশ-প্রেম নহে এবং এই প্রকার মিথ্যা গুজব সৃষ্টি ও মিথ্যা অভিযোগ প্রচার দ্বারা ধর্মের কোনই উপকার সাধন হইতে পারে না। আমাদের প্রত্যেকেরই সেই আহ্কামুল হাকেমীনের' আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে। তাঁহার হুজুরে প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ফল পাওয়া যাইবে। তাঁহার 'গযবকে' অমোদের ভয় করা উচিত এবং তাঁহার এই বাণী কখনো ভুলিতে নাই যে, তিনি বলিয়াছেন :—

و لا یجرمنکم شنان قوم علی ان
لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی -
( مائدہ ع ۲ )

অর্থ :—"কোন জাতির শত্রুতা তোমাদিগকে যেন ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া কোন কিছু করিতে প্রণোদিত না করে। সর্বদা ন্যায় পরায়ণ থাকিবে। ইহাই ধর্মশীলতার অধিকতর নিকটবর্তী।" ( সূরাহ্ মায়েদা, ৯ আয়েত )

সুতরাং, আমাদের ভালরূপে মনে রাখিতে হইবে যে, 'তাক্ওয়া' ইহাই যে, কোন জাতি বা জমাতের প্রতি বিদ্বেষ বা শত্রুতা থাকিলেও ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার সম্মত ব্যবহার করিতে হইবে।

## আহ্মদীয়া জমাতের আকিদা :

আহ্মদীয়া জামাত বার বার তাঁহাদের এই আকিদা ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইস্লাম আমাদের ধর্ম। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর, রাসুলুল্লাহে" আমাদের কলেমা এবং কোরআন করীম খোদা-তা'লার শেষ শরীয়ত, যাহা মানুষের হেদায়েতের জন্য রসুলে আরবী সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি নাযেল হইয়াছে। আমরা "মা কানা মুহাম্মাদুন্ আবা-আহাদিম্

মির্ রেজালেকুম ও লাকির্ রাসুলুল্লাহে ও খাতামান্ নাবীয়ীন" আয়েতের উপর সাচ্চা দীলে ইমান রাখি এবং জ্ঞান চক্ষু দিয়া দেদীপ্যমানভাবে দেখিয়া শুনিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে খাতামুল্-আম্বিয়া মানি এবং ইহাই আমাদের দৃঢ়তম প্রত্যয় ও একীন। আমরা আমাদিগকে তাঁহারই উম্মতেরর মধ্যে গণ্য বলিয়া বিশ্বাস করি। আমাদের ইমান : কিয়ামত পর্যন্ত কোরআন মজীদের আদেশাবলীর কোনটিই কাঁট-ছাঁট, 'তরমিম-তনসিখ' রহিত বা পন্ড্ হইতে পারে না। আহ্মদীয়া জমাতের মহান প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার কেতাব সমূহে বহু বার এই বিশ্বাসগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, তিনি তাঁহার কেতাব 'কেরামাতুস্ সাদেকীনের' ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :

> "আমি আল্লাহ্ জাল্লা-সানুহুর কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমি কাফের নই। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্ রাসুলুল্লাহে' আমার আকিদা ( ধর্ম-বিশ্বাস ) এবং 'ও লাকির্ রাসুলুল্লাহে ও খাতামান্ নাবীয়ীন' অনুযায়ী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম সম্বন্ধে আমার ইমান আছে। আমি এই বিবৃতির সত্যতা সম্বন্ধে তত কসম করিতেছি, খোদা-তা'লার যত পবিত্র নাম, কোরআন করীমের যত অক্ষর এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের যত কামালাত ( গুণ-রাজি বিশেষত্ব ) খোদা-তা'লার নিকট আছে। আমাকে এখনও কাফের মনে করা এবং কাফের নির্ধারণ করা হইতে যে ব্যক্তি নিবৃত্ত না হয়, তাহার নিশ্চিতরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মৃত্যুর পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে।"

তিনি যে প্রকার নবুওতের দাবী করিয়াছেন, এই প্রকার নবুওত মুহাম্মদীয় উম্মতে পাওয়া যাওয়া কোরআন মজীদের বহু আয়াত যেমন "ও মাঁইয়ুতিয়িল্লাহা ওয়ার্ রাসুলা ফা-উলায়েকা মা-আল্লাযীনা আন্-আ'মাল্লাহু আলাইহিম্"* আল্ আয়েত এবং অনেক হাদিস, ইমাম ও পূর্ববর্তী সাধু বুযুর্গগণের বাক্যাবলী হইতে প্রমাণিত হয়। তদ্বারা কেবল মাত্র তাহাই বুঝায় যাহা জমাতে আহ্মদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা লাহোরের প্রসিদ্ধ 'আখবারে আম' পত্রিকায় একটি পত্রে এ সম্বন্ধে প্রকাশ করেন :—

> "শুধু এই পর্যন্ত যে, আমি খোদা-তা'লার সহিত বাক্যালাপের সম্মান লাভ করিয়াছি। তিনি আমার সহিত অনেক কথাবার্তা বলেন। আমার কথার উত্তর দেন। আমার নিফট বহু গায়েবের বিষয় উদ্ঘাটিত করেন, এবং ভবিষ্যৎ কালের

---

* "যাহারা আল্লাহ্ ও এই রাসুলের আজ্ঞানুবর্তিতা করে, তাহারা তাহাদের সাথী, যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করিয়াছেন—অর্থাৎ, নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও সালেহগণ।
( সুরাহ্ নেসা, রুকু ৯)—সঃ আঃ।

ঐ সমস্ত রহস্য প্রকাশ করেন, যে রহস্যাবলী মানুষ তাঁহার বিশেষ নৈকট্য লাভ না করা পর্যন্ত অন্যের নিকট প্রকাশিত হয় না।"

( 'আখবারে আম' '২৬শে মে, ১৯০৮ সন )

এই নবুওত, যাহা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুবর্তিতার কল্যাণে—তাঁহার পায়রবীর বরকতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের ফযিলত ও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করে। হযরত মসিহ মাসউদ ( আঃ ) বলেন ঃ—

"পূর্ববর্তী যুগ সমূহে যে কেহই নবী হইতেন, তিনি পূর্বেকার কোন নবীর উম্মত বলিয়া কথিত হইতেন না, যদিও তাঁহার ধর্মের সাহায্য করিতেন এবং উহাকে সত্য জ্ঞান করিতেন। কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামকে ইহা একটি বিশেষ গৌরব প্রদত্ত হইয়াছে যে, তিনি এ অর্থে খাতামুল্ আম্বিয়া যে একে তো নবুওতের সম্যক গুণাবলীর পরাকাষ্ঠা ও চরম উৎকর্ষতা ( কামালাত ) তাঁহার মধ্যে শেষ হইয়াছে এবং অপর কথা এই যে, তাঁহার পর কোন নূতন শরীয়ত আনয়নকারী রসুল নাই এবং এমন কোন নবী নাই যিনি তাঁহার উম্মতের বহির্ভূত। বরং প্রত্যেকেই যে ঐশী-বাণী প্রাপ্তির মর্যাদা লাভ করে, তাহা তাঁহারই কল্যাণ ( 'ফায়েয' ) ও তাঁহারই মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়, এবং সে 'উম্মতি' বলিয়া অভিহিত হয়, কোন স্বাধীন নবী নহে।" ( 'যমিমা', 'চশ্‌ময় মারেফাত, পৃঃ ৯ )

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর এইরূপ নবীর আগমন পূর্ববর্তী ইমামগণও স্বীকার করেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, হানাফী ফিকার মহা সম্মানিত ইমাম হযরত মুল্লা আলী কারী আলাইহের রহমত ( ১০১৪ হিঃ সনে ওফাত ) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের হাদিস, "আমার পুত্র ইব্রাহীম জীবিত থাকিলে, সিদ্দিক নবী হইত" প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসালামের এই উক্তি খাতামুন্-নাবীয়ীনের বিরোধী নহে। কারণ, খাতামুন নাবীয়ীন অর্থ এই ঃ

"انه لا يأتى نبى بعده ينسخ

ملته و لم يكن من امته "

"তাঁহার পর এমন কোন নবী আসিবেন না, যিনি তাঁহার উম্মত নহেন এবং তাঁহার শরীয়ত রহিত করিবেন।" ('মুযুআতে কবীর,' ৬৭ পৃঃ )

—অর্থাৎ, এমন নবী আসিতে পারেন যিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের উম্মত হইতে হইবেন এবং তাঁহার শরয়ীত 'মন্‌সুখ' ( রহিত ) করিবেন না,

বরং তাঁহার শরীয়তের অনুবর্তী হইবেন, অর্থাৎ "উম্মতি নবী।"

সেইরূপ, "লা নাবীয়া বাদী" হাদিস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"اس کے معنے نزدیك اهل علم
یه هیں که میرے بعد کوئی نبی
شرع ناسخ لے کر نهیں ائے گا -"
(اقرب الساعة صفحه ۱۶۴ بحواله
الاشاعة فی اشراط الساعة)

"জ্ঞানীদের নিকট ইহার অর্থ, 'আমার পর কোন নবী 'নাসিখ' (রদ-কারক) শরীয়ত লইয়া আসিবে না।" ('এক্‌তেরাবুস্‌-সাআ', ১৬৪ পৃঃ, 'আল্‌-ইশাআতু ফি আশ্‌রাতিস্‌-সাআ'-র উদ্ধৃতি অনুসারে)

চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্‌ খাঁ সাহেবের পত্র :

চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্‌ খাঁ সাহেবের প্রতি যে আকিদা আরোপ করিয়া পাকিস্তানের পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আহ্‌মদীয়া জমাতের প্রকাশ্য বিরোধী। এজন্য নাযারাতে ইসলাহ্‌ ও ইশরাদ, সদর আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়া, হইতে রাবওয়াহ জনাব চৌধুরী সাহেবকে এখানকার পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত খবর সম্বন্ধে 'দৈনিক আঞ্জাম' হইতে কাটিং নিয়া পাঠাইয়া প্রকৃত বিষয় কি জানাইবার জন্য লিখা হইলে, তিনি উহার জবাবে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"বিসমিল্লাহহির রহমানির রহীম।

নিউয়র্ক, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ সন।

মুকররমী জবাব নাযের সাহেব,
ইসলাহ্‌ ও ইরশাদ—

আস্‌-সালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহে ও বরাকাতুহু :

আপনার ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র পাইলাম। জাযাকুমুলাহ্‌। 'দৈনিক আঞ্জাম', পেশাওর, ১৫ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় যে বিবৃতি এই অধমের প্রতি আরোপ করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, এই বিবৃতিতে আমার প্রতি এমন এক কথা আরোপ করা হইয়াছে যাহা শুধু অবৈধ, 'না-জায়েয' এবং 'না ওয়াজেবই' নয়, বরং আমার ধর্ম-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী ও বিপরীত। তারপর, এই প্রকার কথা আমার মুখ

হইতে কিরূপে নিঃসৃত হইতে পারিত ? কেহ এই কথা প্রকাশ্য জুলুম স্বরূপে নিজে তৈরী করিয়া আমার প্রতি আরোপ করিয়াছেন।

و الله على ما اقول شهيد
("আমি যাহা বলিতেছি, আল্লাহ্ ইহার সাক্ষী" সঃ আঃ)

হিমালয় ক্লাবে আমার বক্তৃতা, "ইস্‌লাম ও বিশ্বের বর্তমান সমস্যাবলীর সমাধান" বিষয়ে ছিল এবং আল্লাহ্-তা'লার ফযলে অত্যন্ত আদৃত হইয়াছিল। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বক্তৃতার পর আবেগভরে সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেন। বিশেষতঃ, কতিপয় উলামা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আবেগ ও আন্তরিকতার সহিত মুসাফাহ্ ও বক্তৃতার প্রসংশা করেন। পর দিন এক বুযুর্গ ইমাম সাহেব (তিনি হাজীও) তিন চারি জন সাথী লইয়া হোটেলে আসিয়া বক্তৃতা সম্বন্ধে তাঁহার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বক্তৃতার প্রশংসা করিতে থাকেন। ৩ | ৪ দিন পর মাননীয় জনাব কামালুদ্দীন মুহাম্মদ সাহেব (মন্ত্রী, ত্রিনিদাদ সরকার) এবং শ্রদ্ধেয় জনাব নূর গণী সাহেব (সেক্রেটারী, আঞ্জুমনে তক্‌বিয়তুল্-ইস্‌লাম) অধমকে নিমন্ত্রণ করেন। উহাতে ত্রিনিদাদের বাছা বাছা মুসলমান ভদ্র মণ্ডলীও উপস্থিত হইয়া ছিলেন। সেই মজলিসে ত্রিনিদাদের মুসলানগণের দ্বীনী ও রুহানী মঙ্গল সম্বন্ধে অধমের সহিত পরামর্শ চলিতে থাকে। নিমন্ত্রণের পর নিমন্ত্রণকারী পরিবারের বেগমগণ অধমকে ফিকার কোন কোন 'মসায়লা' জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। যদি 'আঞ্জামের' কথানুসারে অধমের বক্তৃতায় এমন কোন কথা বলা হইত, যাহার ফলে ত্রিনিদাদের মুসলমানগণের ভীষণ মনঃকষ্ট ও নৈরাশ্য হইয়াছিল, তবে আবার এই বক্তৃতার পর মুসলমান ভদ্র মণ্ডলীর দিক হইতে অধমকে এত সম্মন সমাদর করা হইয়াছিল কেন ? প্রকৃত কথা, অধমের প্রতি যে বিবৃতি আরোপ করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যদি অধমের এই বিবৃতি দ্বারা কাহারো সান্ত্বনা না হয়, তবে

افوض امری الی الله
("আমার বিষয় আল্লাহ্‌র উপর ছাড়িতেছি"—সঃ আঃ) ওয়াস্-সালাম।

খাকসার
জাফরুল্লাহ্ খাঁ।"

**আঁ-হযরতের (দঃ) একটি পূন্য বাণী :**

সত্যবাদীদের নেতা হযরত মুহাম্মদ

মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের এই অমূল্য পূণ্য-বাণী কদাচ ভুলিতে হইবে না যে, তিনি ফরমাইয়াছেন :—

كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع-

অর্থাৎ, "মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য শুধু ইহাই যথেষ্ট যে, সে প্রত্যেক শোনা কথাই অনুসন্ধান না করিয়া লোকের নিকট বর্ণনা করে।" যাহারা জনাব চৌধুরী সাহেবের প্রতি একটা মিথ্যা সংবাদ আরোপ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে পথ-ভ্রষ্টকারী প্রচারণা করিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল তিনি যাহাতে জাতি সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি না হন। কিন্তু আল্লাহ্-তা'লার ফযলে ভারত, কমুনিষ্টগণ ও তাহাদের কোন কোন সাথী ছাড়া বাকী সমস্ত জাতিদের সম্মানিত প্রতিনিধিগণ সভাপতি হওয়ার জন্য তিনি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া নির্ধারণ করেন। এই প্রকারে তিনি পাকিস্তানের জন্য উচ্চ মর্যাদা, সম্মান ও গৌরব আনয়ন করিয়াছেন।

# খোদার কুদরতের সদ্য নিদর্শন

হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল্-মসিহ্ সানী, ইমাম জমাতে আহ্মদীয়া ( আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লা ) ১৯৫৬ সনের বিশ্ব-আহ্দীয়া বার্ষিক জলসায় বিশেষ জালালের সহিত বলিয়াছিলেন :

"আল্লাহ-তা'লার সরঞ্জাম সতন্ত্র ও আশ্চর্যজনক***এমন উপকরণ সৃষ্টি হইতেছে যে, উত্তর ও পূর্ব দিক হইতে হিন্দুস্তানে ভীষণ আশঙ্কার সৃষ্টি হইবে। সেই বিপদ এমন হইবে যে, শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিন্দুস্তান ইহার মুকাবিলা করিতে পারিবে না এবং রাশিয়ার সহানুভূতিও যাইতে থাকিবে।***খোদার আঙ্গুল সংকেত দিতেছে এবং আমি তাহা দেখিতেছি। আল্লাহ্-তা'লা এমন উপকরণ সৃষ্টি করিবেন যে, রাশিয়াও তাহার বন্ধু হিন্দুস্তান হইতে পৃথক হইয়া পড়িবে এবং আল্লাহ্-তা'লা এমন উপকরণ সৃষ্টি করিবেন যে আমেরিকা এই অনুভব করিবে যে, সে শীঘ্র অগ্রসর না হইলে তাহার অগ্রসর না হওয়ায় রাশিয়া ও তাহার বন্ধু মাঝে উপস্থিত হইবে। সুতরাং, নিরাশ হইবেন না এবং খোদা-তা'লার

উপর ভরসা ( তাওয়াক্কুল ) রাখিবেন। আল্লাহ্-তা'লা কিয়ৎ সময়ের মধ্যেই এইরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিবেন। অন্ততঃ দেখুন, ইহুদীরা তের শত বৎসর অপেক্ষা করিবার পর আবার ফেলিস্তিনে আসিয়াছে। কিন্তু আপনাদের তের শত বৎসর প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। সম্ভবতঃ, ১৩ বৎসরও করিতে হইবে না। ইহাও সম্ভবপর যে, দশ বৎসরও অপেক্ষা করিতে হইবে না। আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার আশীষসমূহের নমুনা আমাদিগকে দেখাইবেন।" ( 'দৈনিক আল্-ফযল,' ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ সন )

আশ্চর্যের বিষয়, খোদার কি মহিমা! ২৩শে অক্টোবরের Pakistan Observer এ ছাপিয়াছে ঃ

New Delhi, October 22. "The Chinees troops have launched a 'vigorous' attack on an Indian post at Kibitoo in the extreme north-east near Burma border."

অর্থাৎ, নয়া দিল্লী, ২২শে অক্টোবর। উত্তর-পূর্ব শেষ সীমান্তে চীনারা ভারতীয়দের উপর ভীষণ আক্রমণ শুরু করিয়াছে।

আরো ছাপিয়াছে ঃ

Washington, October 22. "U. S. has no aid request. United States sym pathies lie entirely with India in her conflict with China."

অর্থাৎ, ওয়াশিংটন, ২২শে অক্টোবর। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ নয়া দিল্লী হইতে ওয়াশিংটন গভর্ণমেণ্ট এখনো কোন যুদ্ধ সাহায্যের আবেদন প্রাপ্ত হন নাই। যাহা হউক, যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট চীনের সহিত যুদ্ধে ভারতের সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

তৎ-সঙ্গেই ছাপিয়াছে ঃ

'Soviet press silent'.

অর্থাৎ, মস্কো হইতে রয়টার সংবাদ দিতেছেন যে, সোভিয়েট প্রেস নীরব।

তারপর, কিউবাতে আমেরিকার তৎপরতা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

সময়ে আরো তথ্য প্রকাশিত হইবে এবং খোদার প্রিয় জনের নিকট প্রকাশিত কথা পূর্ণ হইবে—ইন্ শা-আল্লাহ্।

❖

# সময়োপযোগী কয়েকটি দোয়া

[ মুকাররম মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, শাহেদ, এইচ-এ, বি-এ,
মুরব্বী, জমাতে আহ্‌মদীয়া, ঢাকা ]

(১)

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة - انك
انت الوهاب -

উচ্চারণ ঃ "রাব্বানা লা-তুযেগ্‌ কুলুবানা বা'দা ইয্‌ হাদায়্‌তানা ও হাব্‌ লানা মিল্‌-লাদুন্কা রাহমাহ্‌। ইন্নাকা আন্‌তাল্‌ ওয়াহ্‌হাব।"

অর্থঃ "হে আমাদের প্রভো, আমাদের হৃদয়কে আমাদের পথ-প্রাপ্তির পর বক্র করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত দাও। নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত দাতা।"

(২)

ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا
فى امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا
على القوم الكافرين -

উচ্চারণ ঃ—"রাব্বানাগ্‌-ফের্‌লানা যুনুবানা ও ইস্‌রাফানা ফি আম্‌রে-না ও সাব্বেৎ আক্‌দামানা ওয়ান্‌-সুর্‌না আলাল্‌ কাওমিল্‌ কাফেরীন।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক, আমাদিগকে আমাদের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি ও আমাদের বিষয়াশয়ে আমাদের সীমাতিক্রম ক্ষমা কর এবং আমাদের পা-গুলি দৃঢ় কর এবং দুশমন কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।"

(৩)

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين

উচ্চারণ ঃ—"রাব্বানা, লা তাজ্‌আ'ল্‌না ফেৎনাল্‌লিল্‌ কাওমিয্‌ যালেমীন্‌। ও নাজ্জেনা বে-রাহ্‌মাতেকা মিনাল্‌ কাওমিল্‌ কাফেরীন।"

অর্থ ঃ "হে আমাদের রাব্ব, আমাদিগকে জালিম শত্রুদের জন্য পরীক্ষায় পরিণত করিও না এবং তোমার দয়ায় আমাদিগকে দুশমন বিরুদ্ধবাদিগণ হইতে রক্ষা কর।"

(৪)

اللهم انا نجعلك فى نحورهم
ونعوذ بك من شرورهم -

উচ্চারণ ঃ—"আল্লাহুম্মা, ইন্না নাজ্‌-আ'লুকা ফি নুহুরিহিম্‌ ও না-উযুবিকা মিন্‌ শুরু-রিহিম্‌।"

অর্থ ঃ "আল্লাহ্‌, আমরা তোমাকে তাহাদের গলায় রাখিতেছি এবং তাহাদের যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হইতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি।"

(৫)

رب كل شىء خادمك - رب

فاحفظنا و انصرنا و ارحمنا - يا حفيظ يا عزيز يا رفيق -

উচ্চারণ : "রব্বে, কুল্লু শাই-ইন্ খাদেমুকা ; রাব্বে, ফাহ্ফায্না ওয়ান্-সুর্না ওয়ার্-হাম্না। ইয়া হাফিযু, ইয়া আযীযু, ইয়া রাফিক্।

অর্থ : "প্রভো, সবই তোমার সেবক। প্রভো, আমাদিগকে হেফাজত কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। হে রক্ষক, হে শক্তিমান, হে বন্ধু।"

(৬)

يا حى يا قيوم برحمتك نستغيث -

উচ্চারণ : "ইয়া হাই-য়ু, ইয়া কাইয়ুমু, বে-রাহ্মাতেকা নাস্তাগীসু।"

অর্থ : "হে জিবীত, জীবনাধার, হে স্বয়ম্ভু ও সর্ব-ধারক! আমরা তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি।"

(৭)

لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم -

উচ্চারণ : "লা-হাওলা ওলা-কু-ওতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলী-উল্-আযীম।"

অর্থ : "মহান ও সম্যক সৃষ্টির উপর কর্তৃত্বশালী আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া পূণ্যও করা যায় না, পাপও বর্জন করা যায় না।"

(৮)

سبحان الله بحمده - سبحان الله العظيم -

উচ্চারণ : "সুবাহানাল্লাহে বেহাম্দিহি। সুব্হানাল্লাহিল্ আযীম।"

অর্থ : "আল্লাহ্ তাঁহার প্রশংসা সহ বিদ্যমান, নিরঞ্জন। সৃষ্টির সর্বময় কর্তা আল্লাহ্ নিষ্কলঙ্ক।"

(৯)

اللهم صل على محمد و على ال محمد -

উচ্চারণ : "আল্লাহুম্মা, সাল্লে আ'লা মুহাম্মাদেও ও আ'লা আলে মুহাম্মাদ।"

অর্থ : "আল্লাহ্! বিশেষাপেক্ষা বিশেষ অনুগ্রহ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের অনুবর্তিগণের প্রতি কর।"

# আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

১। প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

২। দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

৩। তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

৪। চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

৫। পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বোতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

৮। অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

১০। দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

## আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে। 'মে' হইতে 'আহ্‌মদীর' নূতন বর্ষ আরম্ভ হয়।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। প্রবন্ধ পরিষ্কার হস্তাক্ষর বা টাইপ করিয়া পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবে না। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে।

৬। যাবতীয় প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

## বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

## বিজ্ঞাপনের হার

| | | |
|---|---|---|
| সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা | প্রতি সংখ্যা | ৪০৲ |
| " অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম | " | ২৫৲ |
| " সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম | " | ১৫৲ |
| " সিকি কলম | " | ৮৲ |
| " কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা | " | ৭০৲ |
| " " " " অর্ধ | " " | ৪০৲ |
| কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ | প্রতি সংখ্যা | ৫০৲ |
| " " " অর্ধ | " " | ২৫৲ |
| " " ৪র্থ পূর্ণ | " " | ৮০৲ |
| " " " অর্ধ | " " | ৪০৲ |

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লিল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works
for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
*Editor* : *A. H. Muhammad Ali Anwar*